গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উন্নয়ন শাখা

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির এপ্রিল/২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
সভার তারিখ	১৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:০০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী’র সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী আছে কিনা তা জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে স্ব-স্ব দাপ্তরিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :</u>
সভাপতি কর্তৃক গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td>১। গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী</td></tr>
<tr><td>২</td><td><u>বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার:</u>
বিগত ২০ ডিসেম্বর, ২০২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার পর্যালোচনা করা হয়, যা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার</th></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/২১</td><td>৫১</td><td>৪৯</td><td>৯৬.০৭%</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি/২২</td><td>৪৪</td><td>৪২</td><td>৯৫.৪৫%</td></tr>
</table>

শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>৩

১। শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।</td><td></td></tr>
</table>

৩	**আইএমইডি:** রাজশাহী বিভাগে চলমান স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সভায় আলোচনা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১। রাজশাহী বিভাগে চলমান স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সভায় আলোচনা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, আইএমইডি, ঢাকা ২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ
৪	**কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত:** পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী সভায় জানান যে, বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আগের তুলনায় ভালো। সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহিত সমন্বয়ে এবং জেলা তথ্য অফিস ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গণটিকা কার্যক্রম সফল করার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ কোভিড-১৯ গণটিকা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে শুরু থেকে এ যাবৎ পর্যন্ত অর্থাৎ ২০২০,২০২১ এবং ২০২২ সালের ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮,৫৪,৬৩৯। তন্মধ্যে শনাক্ত হয়েছে ১,১৯,২১৪ জন। গড় শনাক্তের হার ১৩.৯৫%। সুস্থ হয়েছে ১,১৫,৬৩৭ জন। সুস্থতার হারও ভালো ৯৭%। মোট মৃত্যু হয়েছে ১,৭৪৮ জন। গড় মৃত্যুহার ১.৪৭%। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে বগুড়া জেলায় ৭০৫ জন। রাজশাহী জেলায় মৃত্যু হয়েছে ৩৪২ জনের। বাকীরা অন্যান্য জেলায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ১৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১ম ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে ১,৫৭,৮০,২২৩। ২য় ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে ১,৪৪,৩৭,৯৬০। বুস্টার ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে ১১,৩৬,২৭২। সর্বমোট ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে ৩,১৩,৫৪,৪৫৫ ডোজ। কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সুষ্ঠুভাবে ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী ৪। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী

৫	**খাদ্য বিভাগ:** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, চলতি আমন সংগ্রহ/২০২১-২০২২ মৌসুমে রাজশাহী বিভাগের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধান = ৪৩৪০৪ মে. টন। সংগ্রহ=৫৫৭৫.৫৬০ মে.টন (২৮/০২/২০২২ পর্যন্ত)। (১২.৮৪৫%) সিদ্ধ চাল লক্ষ্যমাত্রা: (মূল লক্ষ্যমাত্রা=১০৬৩৭৪ মে. টন+অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা=৫৬০০০ মে.টন) সর্বমোট=১৬২৩৭৪ মে. টন। চূড়ান্ত সংগ্রহ = ১৬২৩১২ মে. টন (২৮/০২/২০২২ পর্যন্ত) (৯৯.৯৬১%) রাজশাহী বিভাগে গম সংগ্রহ/২০২২ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভাগের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৬০০৩৮ মে.টন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে মর্মে জানিয়েছেন। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল) রাজশাহী বিভাগে ৭৭৬৬০৯টি সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে ভোক্তা প্রতি মাসে ৩০ কেজি (প্রতি কেজি ১০ টাকা) করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। এ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত ৯৩১৯৩ মে. টন চাল বিক্রি করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিক্রি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ করার জন্য সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ধান/চাল/গম অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। ধান/চাল/গম অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

৬	**কৃষি বিভাগ:** অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, অত্র অঞ্চলে (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়) চাষকৃত অধিকাংশ জাতই উচ্চ ফলনশীল ধান। এছাড়াও গবেষণা কর্তৃক সর্বশেষ উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে চলতি অর্থ বছরে বিঘা প্রতি ৪৬ হাজার জন কৃষককে বীজ ও সার এবং ১ লক্ষ ৩৬ হাজার জন কৃষককে হাইব্রিড জাতের বীজ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বগুড়া অঞ্চল জানান যে, হাইব্রিড জাতের ধানের পাশাপাশি ইনব্রিড বা উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত এবং ফাইন জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, অত্র অঞ্চলে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে ঐ জমিতে লাভজনক, নিরাপদ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল ও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ অব্যাহত রাখতে কৃষককে উৎসাহিত করার কার্যক্রম চলমান। লাভজনক উচ্চমূল্য ফসল যেমন: মাল্টা, কমলা ও লেবু বাগানের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, মিষ্টি আলু, কচু এবং ড্রাগণ ও পেঁয়ারার চাষাবাদ হচ্ছে। লাভজনক হওয়ায় পেঁয়াজের আবাদ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বগুড়া অঞ্চল জানান যে, ধান এর পাশাপশি বগুড়া অঞ্চলের প্রচুর পরিমানে লিচু, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, পেঁপে, লেবুর বাগান গড়ে উঠেছে। ফল উৎপাদনে এ অঞ্চলে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে মধুফল হিসেবে পরিচিত লিচু উৎপাদনে পাবনা জেলা দেশের শীর্ষ স্থানে রয়েছে। পাবনা জেলার লিচু প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়ে থাকে। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, ড্রাগন ফ্রুট ও লেবু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চল বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, সরকার নির্ধারিত সারের বিক্রয় মূল্য তালিকা প্রতিটি দোকানে লাল শালু কাপড়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ, মনিটরিং জোরদারকরণ করা হয়েছে। বেশী দামে সার বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের নিদের্শনা প্রদান করা রয়েছে। বগুড়া অঞ্চল জানান যে, সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা লাল শালু কাপড়ে লিখে উন্মুক্ত স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখাসহ সঠিক দামে রাসায়নিক সার বিক্রয় করার জন্য অত্র অঞ্চলের সকল বিসিআইসি, বিএডিসি ও খুচরা সার ডিলাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। কৃষি প্রণোদনা নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ২। ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে ঐ জমিতে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল ও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। কৃষি প্রণোদনা নীতিমালা অনুসারে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল

৭	<u>**গণপূর্ত বিভাগ:**</u> নির্বাহী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার), গণপূর্ত জোন, রাজশাহী জানান যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে যথাযথভাবে তদারকি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগপূর্বক সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ মনিটরিং করতে হবে। ২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগপূর্বক সমস্যা সমাধান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী
৮	<u>**সড়ক বিভাগ:**</u> অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:), সওজ, রাজশাহী জোন জানান যে, রাজশাহীর আওতাধীন জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা মহাসড়কসমূহের উভয় পার্শ্বে নতুনভাবে বৈদ্যুতিক পোল/খুঁটি, পানির লাইন, টেলিফোন লাইন, অপটিক্যাল ফাইবার লাইন স্থাপন করার পূর্বে স্ব স্ব সড়ক বিভাগ কর্তৃক অনাপত্তি পত্র সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে/হয়েছে; যাতে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা যায়। কাজ চলছে এমন সড়কের জায়গা হতে বৈদ্যুতিক পোল/খুঁটি, গাছ-পালা দ্রুত অপসারণের নিমিত্তে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ রাজশাহীর দপ্তরসহ আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে নিয়মিতভাবে পত্রের মাধ্যমে তাগাদা দেয়া অব্যাহত রয়েছে। বিভাগের সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন বানেশ্বর-সারদা-চারঘাট-ঈশ্বরদী এবং পুঠিয়া-বাগমারা সড়কে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন গাছ অপসারণের অগ্রগতি মন্থর। এছাড়া সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার সড়ক বিভাগের সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর সড়কেও বন বিভাগের গাছ অপসারণের অগ্রগতি মন্থর। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী জানান যে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাথে আলোচনা করে সার্ভে, সঠিক জায়গা নির্ধারণ, সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নকশাকরণ ও অনুমোদনের মাধ্যমে চলমান প্রকল্প হতে পরিকল্পিতভাবে নেসকো কর্তৃক বৈদ্যুতিক পোল, বৈদ্যুতিক লাইন ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ও জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় থেকে হাটিকুমরুল গোল চত্বর পর্যন্ত প্রায় ২২ কিলোমিটার রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এই ২২ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে নলকা নামক একটি সেতু রয়েছে। নির্মাণাধীন এই সেতুটিও যানজটের অন্যতম একটি কারণ। ঈদে ঘরমুখো মানুষের ভিরে এই যানজট আরো তীব্রতর হয়। তাই আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ঘরেফেরা মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে, যানজট নিরসন ও দুর্ঘটনা এড়ানোর কাজে সহযোগিতা করার জন্য সড়ক বিভাগের কাছে ৪০-৫০ জন শ্রমিক চাওয়া হলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন উক্ত শ্রমিক নিয়োজিত রাখবেন বলে সভাকে অবহিত করেন।	১। সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সঠিক জায়গায় বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন, ইউটিলিটি লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য লাইন স্থাপন করতে হবে। ২। কাজ চলছে এমন সড়কের জায়গা হতে দ্রুত বৈদ্যুতিক পোল স্থানান্তর ও গাছ অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ঘরে ফেরা মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে, যানজট নিরসন ও দুর্ঘটনা এড়ানোর কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো সচেষ্ট হতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন ৫। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী ৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ (সকল) রাজশাহী বিভাগ

৯	**<u>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:</u>** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল সভায় জানান যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জানান যে, রাজশাহী বিভাগে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে রাজশাহী জেলায় ১৫০টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৫৯টি, নওগাঁ জেলায় ১৫৯টি, বগুড়া জেলায় ১৭১টি, জয়পুরহাট জেলায় ৫০টি, পাবনা জেলায় ১৩০টি, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১৩৩টি এবং নাটোর জেলায় ১৪৪টি পানির উৎসসহ মোট ১০৯৬টি পানির উৎস স্থাপন কাজের বরাদ্দের বিপরীতে ১০৯৬টি পানির উৎস স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২য় পর্যায়ে রাজশাহী জেলায় ২৭৭টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২৪৯টি, নওগাঁ জেলায় ২৮টি, বগুড়া জেলায় ২১৬টি, জয়পুরহাট জেলায় ১৮টি, পাবনা জেলায় ২০টি, সিরাজগঞ্জ জেলায় ৮৮টি এবং নাটোর জেলায় ১১০টি পানি উৎসসহ মোট ১০০৬টি পানির উৎস স্থাপন কাজের বরাদ্দের বিপরীতে এ পর্যন্ত ৬৯১টি পানির উৎস স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩য় পর্যায়ে রাজশাহী জেলায় ২১১টি, নওগাঁ জেলায় ৮৮টি, পাবনা জেলায় ২৫টি এবং নাটোর জেলায় ৩৫০টি পানির উৎসসহ মোট ৬৭৪টি পানির উৎসের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।	১। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য ৩য় পর্যায়ের আশ্রয়ন প্রকল্পে পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
১০	**<u>পানি উন্নয়ন বোর্ড:</u>** প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় জানান যে, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী জানান যে, নদীতে বিদ্যমান ব্রিজ ও অন্যান্য স্থাপনার স্থানে নদী খননের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ পূর্বক অবকাঠামোর মূল নকশা বিবেচনা করে স্থাপনারউজান ও ভাটিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নদী খনন করা হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে কেউ বালু উত্তোলন করে বাঁধ ও স্থাপনার ক্ষতি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১। নদী খননের ফলে ব্রিজ, রাস্তা, প্রতিষ্ঠানসহ কোন স্থাপনার যেন ক্ষতি না হয় এমনভাবে নদী খনন করতে হবে। ২। অপরিকল্পিতভাবে কেউ বালু উত্তোলন করে বাঁধ ও স্থাপনার ক্ষতি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ১১

১১	**<u>বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর:</u>** পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী জানান যে, রাজশাহী বিভাগের খামারীদের উৎসাহিতকরণে ৩৪৯৩১ জন খামারী গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৬৬৩টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৩৫৫৯০ জন খামারীকে উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ঘাস চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১১৩২.৯৮ একর জমিতে উন্নত ঘাস চাষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা ৫,৮০,৯৫৫টি গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করার ফলে ২,১৭,১৪২টি উন্নতজাতের গরুর বাছুর জন্মলাভ করেছে। ফলে গবাদিপশু পালনে, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি বিষয়ে খামারীদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে এবং প্রাণি উৎপাদনে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের প্রাণিসম্পদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ বালাই প্রতিরোধের নিমিত্তে গবাদিপশু ৫০,৩৩,৯৫১ মাত্রা টিকা এবং হাঁস-মুরগিকে ৩,২৪,৪৩,৩০০ মাত্রা রোগ প্রতিশেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে। রোগ নিরাময়ের জন্য ১২,৬১,০৪৬টি গবাদিপশু এবং ১,০৫,৬৮,৫৯২টি হাঁস-মুরগিকে চিকিৎসেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সহজীকরণের জন্য ৭২৬টি ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ২৫,৩৬০টি গবাদিপশু এবং প্রায় ১,২০,৫০০টি হাঁস-মুরগি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যগত পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য পশু পালনে খামারীদের উৎসাহ প্রদান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য পশু পালনে খামারীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। ২। গবাদিপশুকে সুস্থ রাখতে খামারীদেরকে সঠিক পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
১২	**<u>মৎস্য বিভাগ:</u>** উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইনও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাস পর্যন্ত ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন :৪৩৩৮ টি খ) মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন:১৫৮টি গ) মৎস্য হ্যাচারি আইন :৭৪টি যার মধ্যে ২৭১টি মোবাইল কোর্ট, ৪২৯৯টি অভিযান বাস্তবায়নসহ মোট ৩২৯টি মামলা, ২৫৮ জনের জেল এবং ৩.০৫৫৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বেসরকারী হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের আওতায় আনা হয় এবং প্রতি বছর নবায়ন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৯৯টি বেসরকারী হ্যাচারি ও ৮৭৭টি মৎস্য খাদ্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে। চাষীদের উৎসাহিত করতে " কার্প-গলদা মিশ্রচাষ ও বড় আকারের রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন কৌশল" বিষয়ক বই প্রকাশনা করে চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রতি বছর মৎস্য খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যন্ত ১৬১টি মৎস্য খাদ্য নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, প্রদর্শনী কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠভাবে পালন করা হচ্ছে। বড় মাছ চাষের পাশাপাশি দেশীয় ছোট মাছ চাষের বিষয়ে মৎস্য চাষীদেরকে উৎসাহিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। মৎস্য সংরক্ষণ আইনসহ মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। ২। বড় মাছ চাষের পাশাপাশি দেশীয় ছোট মাছ চাষের বিষয়ে মৎস্য চাষীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ

১৩	**প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় জানান যে, করোনা ভাইরাস কমে যাওয়ার কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে সরাসরি পাঠদান কার্যক্রম চলমান আছে। তবে বর্তমানে সকল শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরসনে নিতে বিশেষ ক্লাশ নেয়া হচ্ছে। নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন ও করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরসনে নিতে বিশেষ ক্লাশ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হবে। ২। করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরসনে নিতে বিশেষ ক্লাশ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা রাজশাহী বিভাগ
১৪	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধকালীন বিকল্পভাবে গুগল মিট, ফেসবুক লাইভ ও জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চালু ছিল। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যাওয়ায় স্ব-শরীরে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলছে। নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন ও করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরসনে নিতে বিশেষ ক্লাশ চালু করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হবে। ২। করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরসনে নিতে বিশেষ ক্লাশ চালু করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল
১৫	**পরিসংখ্যান বিভাগ:** যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী জানান যে, যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী জানান যে, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমুলক কার্যক্রম চলছে। এবারে দেশে প্রথম ই সেন্সাস পরিচালিত হবে। সকল তথ্য সংগ্রহকারী CAPI (Computer Assisted Personal Interview) পদ্ধতিতে ট্যাব ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ দেশব্যাপি 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' ২০২২ উদযাপিত হয়। এবারের পরিসংখ্যান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "গুনগত পরিসংখ্যান উন্নত জীবনের সোপান"। রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় দিবসটি যথযথভাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় বার্ষিক শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ০১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে শুরু হয়েছে যা ৩ বছরব্যাপি অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী বিভাগের মোট ৩৫০ টি নমুনা এলাকা (Primary Sampling Unit) বা PSU হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রতি নমুনা এলাকা বা PSU হতে ২৪ টি Household থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ, সম্পদ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ব্যয় নিরূপণ (প্রতিষ্ঠান) জরিপ-২০২১ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরিপ (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা)-২০২১ এবং গবেষনা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০২১ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২০ জানুয়ারি ২০২২ হতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগের ৮টি জেলা থেকে ভোক্তার মূল্য সূচক নিরূপনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যস্ফিতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ৪টি দরছকের মাধ্যমে ফুড ও ননফুড দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য সংগ্রহের কাজ যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জরিপের কাজসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী

১৬	**ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর:** উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগে ২০২১-২২ অর্থবছরে জুলাই-২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি-২০২২ পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী মহানগরসহ রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় ৯২৪টি তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২৫১৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫২,০১,১০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে, যা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভোক্তা-সাধারণ কর্তৃক দায়েরকৃত ৬৪৪টি অভিযোগের মধ্যে ৪২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত ৪২৪টি অভিযোগের মধ্যে ৭১টি অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৩,৯৫,৫০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে এবং ৭০ জন অভিযোগকারীকে জরিমানার ২৫% হিসাবে ৯৮,৬২৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ১ জন অভিযোগকারী জরিমানার ২৫% হিসাবে ৫০০/- গ্রহণ না করায় উক্ত অর্থসহ বাকী ৭৫% অর্থ ২,৯৬,৮৭৫/- টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। বাকী ৩৫৩টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ এবং দন্ড সম্পর্কে ভোক্তা-ব্যবসায়ীদের সচেতনতা ও আইনের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগে ৯৫টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংবলিত ৩০,০০০টি লিফলেট, ২৫,৫০০টি প্যাম্ফলেট বিতরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণকল্পে বাজার মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণকল্পে বাজার মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী

১৭	**বনবিভাগ:** বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া জানান যে, জানুয়ারি/২২ মাসে রাজশাহী জেলায় ২টি করাতকলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৭,০০০/- এবং ফেব্রুয়ারি/২২ মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২টি করাতকলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৬,০০০/-টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া কর্তৃক অবৈধ করাতকল উচ্ছেদের বিষয়ে উপজেলা/জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ করাতকল উচ্ছেদের ব্যাপারে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক বন বিভাগ, পাবনায় অবৈধ করাতকল উচ্ছেদে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ পূর্বক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। জানুয়ারি/২২ মাসে পাবনা জেলায় ৩টি করাতকলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৫,০০০/- টাকা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩টি করাতকলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৮,০০০/- এবং ফেব্রুয়ারি/২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সিরাজগঞ্জ জেলায় ১টি করাত কলের বিরুদ্ধে ২,০০০/-টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহীর অধীন পবা ও চারঘাট এসএফ এনটিসি'র মোট ১০টি পুরাতন ভবন এবং নওগাঁ জেলার পাইকবান্দা ও সাপাহার রেঞ্জ এবং নিয়ামতপুর এসএফএনটিসি ২৫টি পুরাতন ভবন অবলোপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্ণিত রেঞ্জ/এসএফএনটিসির ভবন সমূহের মূল্যনির্ধারণী প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও উল্লেখিত দপ্তর হতে মূল্যনির্ধারণী প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। মূল্যনির্ধারণী প্রতিবেদন পাওয়ার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মূল্যনির্ধারণী প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসএফএনটিসির সরকারী পুরাতন ভবন/স্থাপনা ব্যবহার উপযোগী কিনা এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নাটোরকে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়ার আওতাধীন জয়পুরহাট জেলার সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জয়পুরহাট এর সরকারি পুরাতন ০৮টি ভবন নিলামে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে এবং সামাজিক বন বিভাগ, পাবনার পুরাতন ও জরাজীর্ণ ভবন দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এর নিকট পত্র প্রেরণ পূর্বক অবলোপনের প্রস্তাব চলমান আছে।	১। অবৈধ করাত কল উচ্ছেদ এবং অবৈধ দখলদারদের হাত হতে বনবিভাগের জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বন বিভাগের পুরাতন ও জরাজীর্ণ ভবন দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে সরকারি মূল্য দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী ৩। বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল বগুড়া

১৮	**<u>বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস:</u>** পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী জানান যে, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখ কোভিড-১৯ গণটিকা কার্যক্রম সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং ১৯ গণটিকা কার্যক্রম সফল হয়েছে। এছাড়াও গত ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসের 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ০১টি মহিলা সমাবেশ বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর প্রচার কার্যক্রমের আওতায় করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিরোধে জনসচেতনতামূলক বার্তা বিষয়ক মহানগর/উপজেলা পর্যায়ে ৩৪টি সড়ক প্রচার, ৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ০২টি উঠান বৈঠক, ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/২২ উপলক্ষ্যে ৮০০০ কপি পোস্টার এবং ইউনেস্কো কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৮০০০ কপি পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। "শিশু ও নারীউন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) সংশোধন" প্রকল্পের আওতায় ৩টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১। 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ে লিফলেট বিতরণসহ জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
১৯	**<u>সমাজসেবা অফিস:</u>** পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, রাজশাহী বিভাগে ২৯টি ইউনিট শতভাগ অনলাইন ভাতার আওতায় এসেছে। নগদ, বিকাশ এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে জি টু পি পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাবেশি হারে দেওয়া হয়। হিজরা ভাতা ও বিশেষ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও ভিজিএফ প্রদান করা হয়ে থাকে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা প্রদান ও অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। কোনো ভাতাভোগী ভাতা প্রাপ্তিতে যেন হয়রানি বা প্রতারণার শিকার না হয়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার বিষয়েসভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। নগদ, বিকাশ এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে জি টু পি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২। ভাতা প্রাপ্তিতে কোনো ভাতাভোগী যেন হয়রানি বা প্রতারণার শিকার না হয়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী
২০	**<u>যুব উন্নয়ন অফিস:</u>** রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ১০টি ট্রেডে এবং উপজেলা পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে (হস্তশিল্প, ব্লক প্রিন্টিং, হাঁস মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষসহ অন্যান্য) প্রশিক্ষণসমূহ সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৮ জেলার উপপরিচালকগণ স্ব স্ব জেলায় যুব প্রশিক্ষণ নিবিড়ভাবে তদারকি করছেন। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। এ বিভাগের সকল জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্ব স্ব জেলার উপপরিচালকগণ সঠিক ও সুন্দরভাবে যুবঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখছেন এবং যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে । ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৩,২০৬ জনকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয় । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।	১। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ২। আত্মকর্মসংস্থানে সঠিক ও সুন্দরভাবে যুবঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী

২১	**রাজশাহী ওয়াসা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা জানান যে, চীনের এক্সিম ব্যাংকের সাথে ঋণ চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঋণ চুক্তি সম্পন্ন হলে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরুর আগে Surface Water Treatment Plant প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগীতার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস বরাবর পত্র প্রদান করা হবে। তিনি আরো জানান যে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬-এর ২২(১) ও ২২(২) ধারা অনুযায়ী সরকারের অনুমোদনক্রমে 1 লা ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখ থেকে প্রতি ১০০০ (এক হাজার) লিটার পানির মূল্য আবাসিক ৬.৮১ (ছয় দশমিক আট এক) টাকা এবং বাণিজ্যিক ১৩.৬২ (তের দশমিক ছয় দুই) টাকার নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন ধার্যকৃত পানির অভিকর কার্যক্রমের বিষয়ে গত ৩০/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ৪টি পত্রিকায় ১. সমকাল ২. বণিক বার্তা ৩. দৈনিক সোনারদেশ ও ৪. দৈনিক সোনালী সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে রাজশাহী মহানগরীর সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে নতুন পানি অভিকর কার্যকরে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য গত ১১/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে দৈনিক সোনালী সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পানির অভিকর কার্যকরে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। Surface Water Treatment Plant প্রকল্পটি শুরু হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে। ২। রাজশাহীতে ওয়াসার পানির ট্যারিফ (অভিকর) বৃদ্ধি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা ২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ

২২	**পরিবেশ অধিদপ্তর:** পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, পরিবেশ সুরক্ষায় দূষণকারী ইটভাটা/শিল্পকারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ/২০২২ মাসে মোট ২৫টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬৭,৫০,০০০/-টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ২৪/০২/২০২২ তারিখ পাবনা জেলার আওতাধীন ০৮টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ২২/০২/২০২২ তারিখ জয়পুরহাট জেলার আওতাধীন ০৬টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৭,৫০,০০০/- (সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ২৩/০২/২০২২ তারিখ নওগাঁ জেলার আওতাধীন ০৬টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৬,৬০,০০০/- (ষোল লক্ষ ষাট হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ০৭/০৩/২০২২ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ০২টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ০৯/০৩/২০২২ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ০৩টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২,৬০,০০০/- (দুই লক্ষ ষাট হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। তাঁর কার্যালয় হতে ইটভাটার অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। পূর্বের সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা গুলোকে আইনের আওতায় এনে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তরে বাধ্য করা হয়েছে। ইটভাটা রূপান্তরের হার ৭৭%। বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব ইটভাটা ব্যতীত সনাতন পদ্ধতির কোন ইটভাটার অনুকূলে ছাড়পত্র ইস্যু করা হচ্ছে না। পরিবেশ দূষণ করছে, এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন যে, “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত) ২০১৯” অনুসারে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শতকরা ৩০ ভাগ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ ব্লক ইটের ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ব্লক ইট ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রধান অতিথি করে এপ্রিল/২০২২ মাসে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাকী জেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে সভার আয়োজ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	১। সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ব্লক ইটের ব্যবহার বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহিতকরণ মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। ২। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। পরিবেশ দূষণ করছে, এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী

২৩	**<u>বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ:</u>** নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী জানান যে, রাজশাহী বিভাগে সেচের জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১০,০২৫টি গভীর নলকুপ, ৩৬৯টি এল এল পি (বিদ্যুৎ চালিত-২৫৪টি ও সোলার চালিত-১১৫ টি) এবং ৪৭১টি সোলার চালিত পাতকুয়া চালু রয়েছে। যা দ্বারা প্রায় ৩.৬৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। সেচ যন্ত্রগুলি সার্বক্ষনিক সচল রাখতে প্রয়োজনীয় পাম্প-মটর, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যাবতীয় মালামাল যথাযথ মজুদ আছে। বর্তমানে বিদ্যুৎচালিত ১০২৭৯টি সেচযন্ত্র চালু আছে, যেখানে প্রায় ১৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুত ব্যবহার হচ্ছে। সেচকাজে নিরচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের (পবিস ও নেসকো) সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী জানান যে, ইরিগেশনের জন্য বিধি মোতাবেক দ্রুততম সময়ে সেচ যন্ত্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ সুবিধা চালু হওয়ায় এলাকার এক ফসলি জমি তিন ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে এই এলাকার ফসল উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	১। সেচ কাজে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সেচ সুবিধা চালুর মাধ্যমে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
২৪	**<u>বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):</u>** এ বিভাগের সকল দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

অত:পর সভার আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০১.২১.১৬৬

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪২৯
২৬ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৪) উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৫) মহাপরিচালক, রেশন উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৬) পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৭) পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৮) মহাব্যবস্থাপক, পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৯) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ
১০) প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী
১১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
১৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৫) পরিচালক , বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৬) প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সপুরা, রাজশাহী
১৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৮) পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী
১৯) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, নিশিন্দা, উপশহর, বগুড়া
২০) পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর, রাজশাহী
২১) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রাজশাহী
২২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
২৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
২৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
২৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
২৭) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৮) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
২৯) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
৩০) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
৩১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট
৩২) অধিনায়ক , র্যাব-৫, রাজশাহী
৩৩) অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী
৩৪) অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া
৩৫) অধ্যক্ষ, পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা
৩৬) অধ্যক্ষ, নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ
৩৭) অধ্যক্ষ , শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ
৩৮) উপ-মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, রাজশাহী রেঞ্জ
৩৯) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৪০) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল
৪১) পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৪২) মহাব্যবস্থাপক-১, , টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রাজশাহী
৪৩) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

৪৪) পরিচালক, বিএসটিআই, নওদাপাড়া, রাজশাহী
৪৫) পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
৪৬) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল
৪৭) অতিরিক্ত পরিচালক , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
৪৮) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৪৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, , জেলা পরিষদ, রাজশাহী
৫০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নাটোর
৫১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নওগাঁ
৫২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা
৫৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ
৫৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , জেলা পরিষদ, বগুড়া
৫৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জয়পুরহাট
৫৭) উপপরিচালক , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৫৮) উপপরিচালক , প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৫৯) নির্বাহী প্রকৌশলী , শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী
৬০) যুগ্মপরিচালক (সার) , বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৬১) যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৬২) বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া
৬৩) উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৬৪) উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৬৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
৬৬) নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৬৭) যুগ্মপরিচালক , বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী
৬৮) উপপরিচালক (চ:দা:), বিভাগীয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৬৯) উপপরিচালক, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
৭০) যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় অফিস, রাজশাহী
৭১) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭২) উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৭৩) উপপরিচালক, আঞ্চলিক স্কাউট অফিস, রাজশাহী
৭৪) উপপরিচালক, বিভাগীয় সঞ্চয় অফিস, রাজশাহী
৭৫) উপপরিচালক , বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী
৭৬) উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী
৭৭) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
৭৮) বিভাগীয় ব্যবস্থাপক , ব্র্যাক, রাজশাহী
৭৯) আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক , বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী
৮০) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী
৮১) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, পাবনা
৮২) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার , বগুড়া
৮৩) আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, শেরপুর, বগুড়া

৮৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী

৮৫) উপপরিচালক , জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

৮৬) সহকারী প্ল্যানার , নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী

৮৭) সহকারী কমিশনার, নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

৮৮) গোপনীয় সহকারী, উন্নয়ন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

৮৯) সাঁটলিপিকার , গোপনীয় শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

৯০) গোপনীয় সহকারী, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৯১) গোপনীয় সহকারী, রাজস্ব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৯২) গোপনীয় সহকারী, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

এ. এন. এম. মঈনুল ইসলাম
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার